গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শার্শা, যশোর
www.sharsha.jessore.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৪.৪১৯০.০০৪.০০.০০১.২৪- ০৮

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪৩১ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৫

সাধারণ আবেদনে বাংলা ১৪৩২ বঙ্গাব্দে জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের, সায়রাত-১ অধিশাখার ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২).৬৯৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধারন আবেদনে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট নিম্ন তফসিলভূক্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ বাংলা ১৪৩২ সন হতে ১৪৩৪ সন (বাংলা ১৪৩২ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪৩৪ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) ০৩(তিন) বছর মেয়াদে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। সাধারণ আবেদনের আওতায় ইজারা লাভের জন্য কোন আগ্রহী সমিতিকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরমে আনুসঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি jm.lams.gov.bd এই ওয়েবসাইটে ০১ মাঘ ১৪৩১ অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ১৪ মাঘ ১৪৩১ অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ১৪ মাগ ১৪৩১ অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবদ্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শার্শা, যশোর এর অফিসকক্ষে দাখিল করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য jm.lams.gov.bd হতে জানা যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি sharsha.jessore.gov.bd ও acl.sharsha.jessore.gov.bd এর ওয়েবে সাইটে দেখা যাবে।

জলমহালের তথ্যসমূহ (প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতির জন্য)

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম ও আয়তন (একর)	ইউনিয়নের নাম	১৪৩২ সনের জন্য ৫% বর্ধিত হারে সরকারী মূল্য	মন্তব্য
		৩		৫
১	**নিওর বিল** শার্শা ইউনিয়নের অর্ন্তগত ৬৮ নং সুবর্ণখালী মৌজায় অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগনং-৫৮৮,৬০৮/১৬৩১, জমির পরিমান-০৭.৩৫ একর (কম বা বেশি)	ডিহি	৮৭,১৫০/-	বিজ্ঞ আদালতে চলমান মামলায় কোন আদেশ থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
২	**উলাশী বদ্ধ জলমহাল** উলাশী ইউনিয়নের অর্ন্তগত ১০১ নং উলাশী মৌজায় অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগনং-১৯১৩, জমির পরিমান-১৩.৩৮ একর (কম বা বেশি)	উলাশী	২,৩৬,২৫০/-	
৩	**জেওলার বিল** ডিহি ইউনিয়নের অর্ন্তগত ১৬ নং নারিকেলবাড়ীয়া মৌজায় অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগনং-৩১৪, জমির পরিমান-১১.৬৭ একর (কম বা বেশি)	ডিহি	৮৪,০০০/-	
৪	**ঘিবা পুকুর** বাহাদুরপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত ৪৪নং ঘিবা মৌজায় অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগনং-৩৪৭, জমির পরিমান-০.৩২ একর (কম বা বেশি)	বাহাদুরপুর	৩,১৫০/-	
৫	**বসতপুর পুকুর** বাগআঁচড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ১২৪নং মৌজায় অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-৪৯২৫/৬৬৬৩, জমির-১.০৮ একর (কম বা বেশি)	বাগআঁচড়া	৫,২৫০/-	

-শর্তসমূহ-

১। আবেদনের সাথে প্রকল্প ছকে সাধারণ আবেদনের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৩। নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি দাখিল করতে হবে।

৪। আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্যই প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

৬। সভাপতি, সম্পাদক, ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না সে সংক্রান্তে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-২

৭। যেকোন আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহন করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৮। অনলাইনে আবেদন নির্দেশিকা jm.lams.gov.bd/manual/pdf এবং ভিডিও নির্দেশিকার জন্য jm.lams.gov.bd/manual/video এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।

৯। বিজ্ঞপ্তিতে অর্ন্তভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর বরাবর জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সহিত দাখিল করবেন এবং বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবেনা। জামানতের টাকা ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বৈধতা সম্পর্কে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক দাখিল করতে হবে।

১১। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ইজারা দরপত্র দাতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারার অর্থ নির্ধারিত কোডে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল ও জমানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। কোন অবস্থাতেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবেনা।

১২। ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা মূল্য পূর্ববতী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং কেবল ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পরেই সংশ্লিষ্ট জলমহালের দখল নির্বাচিত ইজারাগ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

১৪। ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছর আদায় করা হবে।

১৫। ইজারাদার কোন অবস্থাতেই মহাল বা মহালের কোন অংশবিশেষ সাব-লীজ প্রদান করতে পারবেনা এবং জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় আবেদন ফরমে উল্লেখপূর্বক ইজারা গ্রহণ করতে পারবে। আবেদন ফরম দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিন প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। পরে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা, কিংবা জলমহালের বর্তমান আয়তন এবং দখল নামায় উল্লিখিত আয়তনের মধ্যে হেরফের হলেও কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবেনা।

১৬। কোন ঘষামাজা বা কাটাকাটি বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবেনা।

১৭। জলমহালের ইজারা বাংলা সনের যেকোন সময় হলেও তার মেয়াদ ঐ সনের ০১ (এক) বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং ৩০ (ত্রিশ) চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, পরবর্তী ০১ (এক) বৈশাখ থেকে নতুন বছরের কার্যক্রম শুরু হবে। ইজারাদার পূর্বের সময়ের খাস আদায়ের অর্থ দাবী করতে পারবেননা।

১৮। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন কে ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবেনা।

১৯। যদি ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই বৎসরের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে তার অন্য কোন অজুহাত বিবেচনা করা হবেনা এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ নতুন করে সংশ্লিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদান করতে পারবে।

২০। ইজারাদার সমিতিকে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক উদ্ধৃত দরের উপর ১৫% হারে ভ্যাট এবং ১০% হারে আয়কর প্রদান করতে হবে।

২১। জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই “মা” মাছ শিকার করতে পারবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা হবে।

২২। ইজারাকৃত জলমহালটি কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেওয়া যাবেনা, কোন সাবলিজ দেওয়া হলে জলমহালের ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

২৩। মামলাভূক্ত জলমহালগুলো যে পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থার আদেশ প্রত্যাহার বা মামলা নিষ্পত্তি হবে সে পর্যায়ে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২৪। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবেনা এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রকার সময় মঞ্জুর করা হবেনা।

২৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা এবং বাস্তবতার আলোকে প্রয়োজনে বিদ্যমান জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষন করেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নীতির যে সকল ধারা/অনুচ্ছেদ যেখানে বা যথার্থ বলে বিবেচিত হবে তা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ আইন, বিধি (যদি থাকে) তা প্রযোজ্য হবে।

০৫/০৩/২০২৫

(কাজী নাজিব হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর
ই-মেইল-unosharsha@mopa.gov.bd